উস্তাদ আলী হাম্মুদার 'Daily Revivals' সিরিজ অবলম্বনে

হারিয়ে যাওয়া মুক্তো

শিহাব আহমেদ তুহিন

হারিয়ে যাওয়া মুক্তো

শিহাব আহমেদ তুহিন

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।"

[সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১]

বিষয়সূচি

লেখকের কথা ---------- ৯

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন ---------- ১৪

মনের কথা ---------- ১৫

সিরিয়ার জন্যে ----------২০

মন ভালো নেই ---------- ২৫

ঝুম বৃষ্টিতে ----------২৯

নিশিতে দুজনে ---------- ৩২

সবখানেই তাঁর নিদর্শন দেখা ---------- ৩৪

হালাল খাবারের দোষ না ধরা ---------- ৩৮

গুনাহের পর দুই রাকাত সালাত ---------- ৪০

"আমি জানি না" বলতে পারা ---------- ৪৪

থেকেও না থাকা ---------- ৪৮

"ওকে দেখছি না যে?" ---------- ৫১

দৃষ্টি যখন আকাশে ---------- ৫৪

খুব খুশি হলে ---------- ৫৮
যিনি আগুনের মধ্যে হাঁটতে চেয়েছিলেন ----------৬১
আওয়াব হতে চাইলে ---------- ৬৬
আগে একটু ঠান্ডা হতে দিন ---------- ৭০
ভয় পেলে ---------- ৭২
যে ঋণ জান্নাতে নিয়ে যায় ---------- ৭৪
যে ভয় তাদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে---------- ৭৭
সব্যসাচী? ---------- ৮২
নিজের হীনতা প্রকাশ করা ---------- ৮৫
আলো জ্বালিয়েছেন তো? ---------- ৮৮
এটাকেও লিস্টে স্থান দিন ---------- ৯১
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো না পরা ---------- ৯৩
মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাত মেলানোর সময় ---------- ৯৫
ভরপেট খাওয়া? ---------- ৯৭
ভোরের আলোয় ---------- ১০০
বাড়িতে বাড়িতে মসজিদ ---------- ১০৫
জীবন বদলে দেয়া কথা ---------- ১০৮
বাড়িতে ফেরার আগে ---------- ১১২
ঝগড়া মিটিয়ে দেয়া ---------- ১১৪

মাঝরাতের দুঃস্বপ্ন ঠেকাতে ---------- ১১৮

আলাপ শেষে ---------- ১২১

তাঁর ওপর ভরসা করা ---------- ১২৪

কবরস্থানে যাওয়া ---------- ১২৭

ফিতনা থেকে দূরে থাকুন, ভালো থাকুন ---------- ১২৯

কখনো সমুদ্রের ফেনা দেখেছেন? ---------- ১৩২

খালি পায়ে হাঁটা ---------- ১৩৮

যে আয় মৃত্যুর পরেও থেকে যায় ---------- ১৪১

অসীয়ত করে যাওয়া ---------- ১৪৫

[নমুনা অসীয়তনামা] ---------- ১৪৮

সুন্দর শেষের অপেক্ষায় ---------- ১৫২

লেখকের কথা

যিনি আমাদের মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, সকল প্রশংসা সেই মহান রবের। কিয়ামতের মতো কঠিন সময়েও যিনি আমাদের কথা ভুলে যাবেন না, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবির ﷺ ওপর।

একসময় মুসলিমরা ছিল সবার ওপরে। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, যে সময়ে আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের ﷺ সুন্নাহ আঁকড়ে ধরেছিলাম, সে সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর যখন আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজেছি, রাসূলের ﷺ সুন্নাহর চেয়ে অন্য কিছুকে শ্রেষ্ঠ ভেবেছি, তখন পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছি।

সাহাবিদের জীবনে তাকালে দেখা যাবে, তাঁরা সুন্নাহ মেনে চলার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। যতভাবে রাসূলের ﷺ সুন্নাহকে মেনে চলা যায়, ততভাবেই তাঁরা মানার চেষ্টা করেছেন। আনাস ﷺ একদিন রাসূলকে ﷺ তরকারির মধ্যে লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে খেতে দেখেছিলেন। ব্যস, এতটুকু দেখেই তিনি নিজের জন্য লাউ পছন্দ করিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ না কখনো রাসূল ﷺ তাঁকে লাউ খাবার নির্দেশ দিয়েছেন, না এর কোনো ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

ভ্রমণের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে যেতেন এবং দুপুরবেলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। কারণ, তিনি রাসূলকে ﷺ একই জায়গায় একইভাবে বিশ্রাম নিতে দেখেছেন। একদিন ভ্রমণের সময় রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে এক জায়গায় থেমেছিলেন। সফরে বের হলে আব্দুল্লাহ

ইবনে উমারও ﷺ সে জায়গায় থেমে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। কুররা ইবনে ইয়াস ﷺ যখন রাসূলের ﷺ হাতে বাইয়াত নিতে এসেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ করলেন রাসূলের ﷺ জামার বোতাম খোলা রয়েছে। এ জন্য শীতে কিংবা গরমে কখনো তিনি জামার বোতাম লাগাতেন না।

আমরা হয়তো এই উদাহারণগুলো কট্টরতা ভাবতে পারি। তবে তাঁরা এগুলো করতেন রাসূলের ﷺ প্রতি ভালোবাসা থেকে। তাই তো দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

নি:সন্দেহে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছেন, তাদের মধ্যে রাসূল ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর তাঁর দৃষ্টান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যদি তাঁকে ভালোবেসে সে সুন্নাহগুলোর অনুসরণ করি, তবে আল্লাহ তা'আলাও আমাদের ভালোবাসবেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।"[১]

- কেন সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে?

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এই প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, "রাসূলের ﷺ সুন্নাহ হচ্ছে আমাদের মুক্তির বাহন। নিরাপদ আশ্রয়স্থল। রাসূল ﷺ আমাদের সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলেছেন। অবহেলা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'তোমরা অবশ্যই আমার এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ মেনে চলবে। এগুলো মেনে চলবে এবং শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর (ধর্মের ব্যাপারে) সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে সাবধান। কেননা, সকল নব-

[১] সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১

উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বিদআত। আর সকল বিদআত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।'[১]

বিদআত এবং ফিতনা যখন প্রাধান্য বিস্তার করবে, তখন যারা সুন্নাহ মেনে চলবেন তাদের বেশি পুরষ্কার দেয়া হবে। তাদের মর্যাদা থাকবে অনেক ওপরে। কারণ, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে থেকেও তারা গুরাবা (অপরিচিত) হিসেবে বেঁচেছেন। মানুষকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الإِسلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ

'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় এসেছে। আর এটা শুরুর মতোই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা (অর্থাৎ, এই অপরিচিতরা) কারা? 'তিনি বললেন,

الذِينَ يَصلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

'যখন মানুষ নীতিভ্রষ্ট হবে, তখনো তারা ন্যায়পরায়ণ থাকবে।'[২]

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, 'সামনে তোমাদের জন্য রয়েছে ধৈর্যের সময়। সে সময় ধৈর্য অবলম্বন করা জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার মতোই কঠিন হবে। (সে সময়ে) যারা ভালো কাজ করবে, তারা পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ?'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ।'[৩]

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, 'তারা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা আমার সুন্নাহকে জীবিত করবে এবং মানুষকে তা শেখাবে'।"[৪]

---

[১] হাদিসটি আবু দাউদ (৪৬০৭) উল্লেখ করেছেন এবং আলবানী ﷺ একে সহীহ বলেছেন তার *সহীহ আবু দাউদ* গ্রন্থে।

[২] আলবানী ﷺ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন তার *সিলসিলা সহিহাহ* গ্রন্থে (১২৭৩)। হাদিসটি *সহীহ মুসলিম* গ্রন্থেও বর্ণিত আছে (১৪৫)।

[৩] হাদিসটি আবু দাউদ (৪৩৪১) এবং তিরমিযী (৩০৮৫) উল্লেখ করেছেন। আলবানী ﷺ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন তার *সিলসিলাহ সহিহাহ* (৪৯৪) গ্রন্থে।

[৪] শায়খের সম্পূর্ণ উত্তরটি পড়ুন: فضل التمسك بالسنة زمن انتشار الفساد

https://islamqa.info/ar/89878

একজন মুসলিম হিসেবে তাই আমাদের সবার কাছে সুন্নাহর গুরুত্ব স্পষ্ট। রাসূলের ﷺ হাদিসের মাধ্যমে আমরা এটাও বুঝতে পেরেছি; ফিতনার সময়ে সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, মানুষকে ভুলে যাওয়া সুন্নাহ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং হারানো সুন্নাহকে জীবিত করার মর্যাদা কতখানি। ঈমানের দাবিদার কোনো মুসলিমই এটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না।

রাসূলের ﷺ হারানো সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করার তাড়না থেকেই *হারিয়ে যাওয়া মুক্তো* বইটির জন্ম। আমার জন্য কাজটি একেবারেই সহজ করে দিয়েছেন উস্তাদ আলী হাম্মুদা (হাফি)। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতে উস্তাদ আলী হাম্মুদার (হাফি) লেকচারের সাথে পরিচয়। খুব দরদ দিয়ে কথা বলেন। উস্তাদ লেখেনও বেশ ভালো। শুরু থেকেই তার *Daily Revivals* সিরিজটি খুব ভালো লাগত। তিনি সেখানে এমন চল্লিশটি বিষয় নিয়ে এসেছেন যা রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের ﷺ মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে। সে সিরিজগুলো নিজের মতো করে লিখতে থাকি *হারিয়ে যাওয়া মুক্তো* নামে। আল্লাহর সহায়তায় এটা এখন বইয়ের রূপ পেয়েছে।

ইমাম নববী ﷺ *হাদিসুল আরবাইন* বা চল্লিশ হাদিস নামে একটি বই লিখেছিলেন। নাম চল্লিশ হাদিস হলেও সেখানে হাদিস ছিল মোট ৪২টি। ইমাম নববীর ﷺ প্রতি ভালোবাসা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল উস্তাদ আলী হাম্মুদার (হাফি) সিরিজটির সাথে আরো ২টি অধ্যায় যুক্ত করে মোট ৪২টি অধ্যায়ে বইটি সাজানোর। তবে শেষ মুহূর্তে বইটির শার'ঈ সম্পাদকের পরামর্শে একটি অধ্যায় বাদ দেয়ায় সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ৪১টি অধ্যায়ে বইটি সাজাতে হয়েছে।

শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফি) তার সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও যত্নের সাথে বইটি নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে চাই তিনি যেন শায়খকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, উস্তাদ আবদুর রহমানকে (হাফি) যিনি আমাকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। কুয়েটের দ্বীনি ভাইরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাদের জন্যেও রয়েছে অশেষ ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। বইটির প্রকাশক রোকন ভাই সব সময় আমাকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে আরও বেশি বেশি ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দেন সে দু'আই করি।

আমি আশা করব, এ বইটি পড়ে সবাই সুন্নাহকে অন্যভাবে দেখতে শিখবেন। ভালোবাসতে শিখবেন। তারা বুঝতে শিখবেন, সুন্নাহ মানে শুধু যোহরের আগের চার রাকাত কিংবা মাগরিবের পর দুই রাকাত সালাত নয়। সুন্নাহ হতে পারে দুপুর বেলা ঝুম বৃষ্টিতে ভেজা। কোথাও পরিষ্কার মাটি দেখলে খালি পায়ে হাঁটা। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে রাতের বেলা প্রিয়তমার সাথে হাঁটা। তার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা।

একমাত্র কুরআনই হচ্ছে বিশুদ্ধ বই। এ ছাড়া সব বইতেই কম-বেশি ভুলভ্রান্তি রয়েছে। এ বইও তার ব্যতিক্রম নয়। বইটিতে ভালো যা কিছু আছে তা আসমান ও জমীনের রব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর ভুল যা কিছু আছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। বইটি কোনো পাঠকের বিন্দুমাত্র উপকার আসলে তার নিকট আমার অনুরোধ থাকবে, তিনি যেন অবশ্যই আমার জন্য দু'আ করেন। দু'আ করেন যেন আমি আমার জীবনটাকে সুন্নাহ দিয়ে সাজাতে পারি। ফিতনাকে পাশ কাটিয়ে সরলপথে চলতে পারি।

নিশ্চয়ই হিদায়াত কেবল আল্লাহ সুবহানু তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে।

শিহাব আহমেদ তুহিন
yshihab05@gmail.com
১৪ শাবান, ১৪৩৯ হিজরি
কুয়েট, খুলনা।

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন

ﷺ 'সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليه السلام 'আলাইহিস সালাম'/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليها السلام 'আলাইহাস সালাম'/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهما السلام 'আলাইহিমাস সালাম'/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهم السلام 'আলাইহিমুস সালাম'/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنه 'রদিয়াল্লাহু আনহু'/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنها 'রদিয়াল্লাহু আনহা'/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهما 'রদিয়াল্লাহু আনহুমা'/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهم 'রদিয়াল্লাহু আনহুম'/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهن 'রদিয়াল্লাহু আনহুন্না'/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رحمه الله 'রহিমাহুল্লাহ'/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

মনের কথা

শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা একটি পদার্থ বানানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তাদের জীবনের লম্বা একটি সময় এই বস্তু তৈরির স্বপ্ন দেখেছেন। কী সেই বস্তু? সবাই একে ডাকত 'ফিলোসফারস স্টোন' নামে। যার এক ছোঁয়ায় লোহা, সিসার মতো সস্তা ধাতু স্বর্ণে পরিণত হতো। যেসব বিজ্ঞানীরা এটা তৈরির জন্য গবেষণা করতেন, তাদের বলা হতো 'আলকেমিস্ট'।

আমাদের জন্য এটা গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া কিছুই না। বারে! তা হয় কী করে? একটা বস্তুর ছোঁয়ায় সবকিছু সোনা হয়ে যাবে! তবে আলকেমিস্টরা কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করতেন এমন বস্তুর অস্তিত্বে। স্যার আইজাক নিউটন, রবার্ট বয়েলের মতো বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা এর পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করেছেন। কিন্তু সেই অমূল্য পাথরের কোনো হদিস পাননি।

তবে সত্যি বলতে কী এমন বস্তুর অস্তিত্ব কিন্তু আসলেই রয়েছে। এমনকি আমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। আমরা চাইলেই পারি সেই পরম আরধ্য পাথরটিকে নিজের করে নিতে। কিন্তু আমরা না তাকে কোনো গুরুত্ব দিই, না একে বিশুদ্ধ করার দিকে কোনো নজর দিই। সেটা হচ্ছে—নিয়ত[১] বা উদ্দেশ্য।

অনেকের ভ্রু হয়তো বিরক্তিতে কুঁচকে উঠেছে। কেউ কেউ হয়তো মনে মনে বলছেন, "আরে এটা আর ওটা কি এক হলো নাকি?"

---

[১] النية (নিয়ত)। আল কারাফি ﷺ বলেন, "(নিয়ত হচ্ছে) মানুষের মনের ইচ্ছা।" (আয-যাখিরাহ : ১/২৪০)

আসলেই তো। এটা আর ওটা কখনোই এক না। কারণ, নিয়ত তো আর লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারে না। নিয়তের ক্ষমতা নেই ক্ষণস্থায়ী কোনো পদার্থকে অন্য এক পদার্থে পরিণত করার। তবে আমাদের নিয়ত এমন এক কাজ করতে পারে যা কোনো জাদুর পাথরই করতে পারবে না। নিয়তই পারে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ কাজগুলোকে অসাধারণ করে তুলতে। সামান্য কাজগুলোকে চিরস্থায়ী আমলে পরিণত করতে। জান্নাতের পাথেয় হতে।

খাওয়া, ঘুমানো, ঘোরাঘুরি করা, পড়াশোনা করা, মানুষের সাথে মেশা, বিশ্রাম নেয়া—আমরা প্রতিদিনই এ কাজগুলো করি। এর মধ্যে কিছু কাজ করি অর্থের জন্য, কিছু কাজ নিজেকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য, আর কিছু নিছক বিনোদনের জন্য। আমাদের করা প্রতিটা কাজই একসময় হারিয়ে যাবে তা যতই মূল্যবান হোক না কেন। তবে যদি প্রত্যেকটা কাজের সাথে আমরা ভালো নিয়তকে যুক্ত করতে পারি, তবে তা পরিণত হয় চিরস্থায়ী সম্পদে।

এ কারণেই সালাফগণ তাদের সব কাজের সাথে নিয়তের ব্যাপারটি ভালোমতো জুড়ে আছে কি না সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতেন।

মুআ'য ইবনে জাবাল ﵁ বলতেন,

> "আমি ঘুমাই তারপর ইবাদত করার জন্য রাতে উঠি। আর আমি আল্লাহর কাছে আমার ঘুমানোর জন্য পুরস্কার আশা করি, যেমনটা আশা করি আমার জাগরণের জন্য।"[২]

তিনি ঘুমাতেন। তবে ঘুমানোর আগে নিয়ত করে নিতেন যেন এ ঘুম তাকে নতুন উদ্যমে ইবাদত করতে শক্তি জোগায়। শেষরাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় বহুক্ষণ তার রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য এনে দেয়। তাই ঘুমিয়েও তিনি সওয়াবের আশা করতেন।

ইবনে আবু জামরা ﵀ বলতেন,

> "আমার ইচ্ছা হয়, যেন আলেমরা তাদের পুরোটা সময় দিয়ে মানুষকে আমলের জন্য নিয়তকে ঠিক করতে শিক্ষা দেবেন। কিছু আলেম বসে বসে

[২] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৩৩